রাজীব সিংহ

খোলামকুচি

খো লা ম কু চি

খোলামকুচি

রাজীব সিংহ

কবিতা পাক্ষিক
৪৯ পটলডাঙা স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০ ০০৯

KHOLAMKUCHI
a collection of bengali poems
by *Rajib Sinha (b.1969)*
e-mail : rajib.sinha1969@gmail.com
blog : kholamkuchirajibsinha.blogspot.com
copyright : sampa sinha

₹ 30/-

খোলামকুচি @ রাজীব সিংহ @ কবিতা পাক্ষিক

রচনাকাল : ২০০৭-২০১১
গ্রন্থস্বত্ব : শম্পা সিংহ

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা,জানুয়ারি ২০১২
কবিতা পাক্ষিক-এর পক্ষে ৪৯ পটলডাঙা স্ট্রিট,কলকাতা-৭০০ ০০৯
থেকে যুথিকা চৌধুরি কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত এবং ইউডি প্রিন্টার্স-এর পক্ষে
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্ , কোলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত
প্রচ্ছদ : রাজীব সিংহ
দাম : ৩০.০০

‘...তখনই নিজেকে বুঝবো হয়ত সেই নির্দিষ্ট মানুষটি আমি
যতটা দূরত্ব তোমরা ভাবতে পারো,ভাবো দূর,বহুদূর,তারও চেয়ে
তারও চেয়ে অর্ন্তভেদী দূরে যাবো,সুপ্রাচীন সুপুরুষ ভবঘুরে হয়ে
সাথে থাকবে স্কুল-পালানো মেয়েটি,বলবে,ছুঁয়ে দেখো আমিই প্রকৃতি’

অরুণেশ ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচিপত্র

খ্যাপা শ্রাবণে ১১
প্যাকেজট্যুর ১২
নিষেধ ১৩
অতিকথন ১৪
সঙ্গে থাকুন ১৫
পালাগান ১৮
ছাতামাথা ১৯
বন্দী ২০
তেলের শিশি ২১
মাদারি ২২
রাত ও আমি ২৩
বাবিন ও মামমাম ২৪
শান্তিকল্যাণ ২৫
আশ্রয় ২৬
প্রত্নপথ ২৭
ফোনে,আচম্বিতে ২৮
যা তুমি লিখতে চাওনি চিঠির আকারে ২৯

পূর্ববর্তী গ্রন্থ :

কবিতা

শব্দময় পৃথিবী (১৯৮৬)
শঙ্খচূড় বিষ খেয়ে যা (যৌথ, ১৯৮৮)
প্রাণীদের কথা (যৌথ, ১৯৯৩)
কেরিয়ারগ্রাফ (২০০৫)
অনুগত কলকাতা (২০১১)
প্রেম পদাবলী (২০১২)

প্রবন্ধ

আবাদভূমির সাহিত্য : উপেক্ষা ও শিরোনাম (২০১০)

গল্প

ঘাইহরিণীরা (২০০৭)

উপন্যাস

খ্যাপার পান্ডুলিপি (২০০৫)
অন্ত্যজ অন্ধকার (২০০৮)

পথের শেষে ক্লান্ত শরীর এসে থামে নীলাভ ডেস্কটপে
এই তো রাত্রি এই তো যাপনের শীতার্ত চৌমাথা...

খ্যাপা শ্রাবণে

নদীর কাছ থেকে বহুদিন আমরা কেউ কেউ ফিরে গেছিলাম মাছের বাজারে,
চিরায়ত সভ্যতার গ্লানিমুক্ত বিস্তীর্ণ মাঠে,
মুক্ত অর্থনীতির রসনাসিক্ত ম্যাটিনী শোয়ের ফ্রন্টস্টল বৃষ্টিতে...

নদী তখন গা ধুচ্ছিল দুপুরের মেঘলা আলোয়,
আমরা লোলুপ বিভূতিভূষণ,
পুরোপুরি প্রকৃতিমনস্ক...
বাড়িতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ অথচ বন্ধুদের কাছে উদার গোস্বামীদা
তখন জিভ বের করে রোদ চাটছিলো...
পকেটভর্তি পয়সা...
বাজারের গলি তস্য গলি থেকে শুঁটকিমাছ আর সবজির ভ্যাপসা গন্ধ...

নদী তার অবিরল ধারার মধ্যে ভিজে যেতে দিচ্ছিল সবাইকে...
অবাক আমরা ক'জন শুধু গেয়ে উঠেছিলাম সানশাইন...
তীব্র বজ্রপাতের মধ্যেও উদার সমাজমনস্করা তখন নদীর বুকে মুখ গুঁজে
ঢেউ খুঁজেছিল...
আর দুপুর তখন গড়িয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারের দিকে...
রোমকূপ ভীষণ তীব্রতায় আশ্রয় খুঁজেছিল যেন...

তখন মন্দারমণি...তরঙ্গমালা গেস্ট হাউস...
পায়ের পাতায় জোয়ারের জল...
খলবল বুকে উঠে আসা জল... নদী...
গোস্বামীদাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা...
নতুন অর্থনীতির যূপকাষ্ঠে,
বাজারের মাছে আমাদের আসক্তি কম...
তবু প্রকৃতিপ্রেমিক আমরা ধরে নিচ্ছি সবই ডিজিটাল...
একটু একটু ছেড়ে যেতে পারবো শ্রাবণ,তোমার খ্যাপামি...

প্যাকেজট্যুর

আলোয় ভরে থাকা এই সকাল
পাখিদের কিচিরমিচির ডাক,খালি পায়ের পাতার নিচে
ঠান্ডা শিশির... ঘুম-ঘুম চোখে একটি কাক আরেকটি
কাকের ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে পরিস্কার
করে নিচ্ছে মুখ : আচার্য-মানুষের বিছানায়
অনার্য-মানুষীর মুখ
যেভাবে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গড়িয়ে যায়
খাদের অতলে
উষ্ণ গুহায়

যদিও মেঘের কুয়াশায় ভেসে থাকে টুকরো রবীন্দ্রসঙ্গীত
রাতজাগা ক্যাম্পফায়ার আর
মধ্যবয়সী গিটারের কান্নাহাসির দোলাচল

এই শরৎসকালে ।।

নিষেধ

শীত-শীত করছে
ভোরবেলা উঠে যেমন পড়াশুনো
তেমনি মনের আবহাওয়া অফিসেও শীত-শীত
ফুলস্পিডে ফ্যান চলবে না
চলবে না সকালেই ৪ টে সিগ্রেট
সারাদিনে মেরেকেটে ৫,প্রেমিকা এ ব্যাপারে যতো সযতন
বউ ততোটা প্রকাশ্য নন
তিনি বরং শোধ তুলবেন রাত্তিরে...
মুখভার কথাবন্ধ মানভঞ্জন
এবং সরীসৃপেদের সাথে মানুষের এইখানে ভীষণ মিল
এ কথা মানুষ জানে,তবু মানুষ প্রেম করে সিগ্রেট খায়
মুখভার প্রেমিকার কথাবন্ধ প্রেমিকার মানভঞ্জন প্রেমিকার
চলো হনলুলু মন্দারমণি অথবা ডায়মন্ডহারবার
এ কথা মানুষ জেনেও জানে না
তবু মানুষ প্রেম করে বিয়ে করে সিগ্রেট খায়
মনে রেখো শীত-শীত
ফুলস্পিডে ফ্যান চলবে না
চলবে না সকালেই ৪ টে সিগ্রেট

অতিকথন

এ ঘরে নিয়মিত জ্যাক কেরুয়াক আর
অ্যালেনের কথা হয়
কথা হয় হোমিওপ্যাথি বাউলগান আর
এখনকার বাংলাকবিতা নিয়ে
লাজুক আমরা কাঠখোদাই যন্ত্র নিয়ে
মুগ্ধ হয়ে ঘাস কাটি
লালশালু এতো ধর্মীয় কেন
কেন আট আঙুলের নিরীহ আবরণ
অথচ বাংলার গ্রামে গ্রামে হিল্লোলিত নীলকণ্ঠপাখি
রোগা রোগা নদী প্রজাপতি
এমনকী আশ্চর্য সাইবারকাফেও...

হো হো শব্দে হেসে ওঠে লালন
গরম গরম আলুপোস্ত ও ধোঁয়াওঠা ভাত
আমরা শব্দ করে চিবুতে থাকি সজনের ডাঁটা
আমরা শব্দ করে টানতে থাকি দ্বিপ্রাহরিক তামাক
আমরা শব্দ করে পড়তে থাকি বাংলাকবিতা

এইখানে এইঘরে অ্যালেনদের বন্ধুরা
আমরা
সাজিয়ে রেখেছি অতিকথন আর নিরীহ ভেষজ
গাছগাছড়া বিস্ফোরক
দূরে অজয়ের তীরে তমালতলায় তখন
সূর্য ডুবে এলো...

সঙ্গে থাকুন

ওম্ শান্তি

ফস্‌কালে হাত ছিঁড়ে যাবে পিছলে যাবে মাল
এইখানে ফিরে আসা,এইখানে ট্র্যাপিজের আলো,
মৃত চোদ্দো মার্চ মাস দু হাজার সাতের সকাল
কারা যেন দলবেঁধে দোকান পার্টিঅফিস বাড়িও পোড়ালো।

তবু বাঁধো নতুন ডেরা গড়ে দাও আলাদা শিবির,
একটু অন্যথা হলেই টেলিফোনে হুমকি দেবো তবে
ইটভাটায় আলে পথে ও কাদের ভিড় !
মায়ের কান্না ভাসে প্রতিবাদী বাতাসে নীরবে ...

এ সবই তাৎক্ষণিক ঘটনাপ্রবাহ খাতায় নিচ্ছি টুকে
রিং ছেড়ে যায়নি কোনো লুপ্তপ্রায় জন্তু বা রঙিন জোকার
অথচ বিপিএল কোনো টিভিকোম্পানী নয় শুধু বোঝায় দারিদ্রসীমাকে
সংরক্ষণের ট্রাম্পকার্ড ছুঁড়ে দিয়ে জিতে নেয় বাংলা অপার ।

সেখানে জমাট অন্ধকারের মধ্যেই
একটু একটু পুড়ে যাচ্ছে বসন্ত ...
ডালে ডালে ফুটে থাকা শিমুল আর কৃষ্ণচূড়ার লালে
দূর থেকে ভেসে আসে
মৃত্যুর নিঃশব্দ হাসি ;
নক্ষত্রেরা কালো আকাশের বুকে
ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয় হয়ে খসে পড়তে থাকে
বুনো বাইসনের ক্রোধ আদিম ব্যাদানের মধ্যে গিলে নেয়
প্রচলিত বিশ্বাস,লোককথা ...

এই মার্চ,এই বসন্ত

এইখানে প্রকৃতির ভোর
এইখানে বাঁশঝাড় শূণ্যগ্রাম শূণ্যমাঠ ...
সূর্যরোদে উড়েছিলো প্রজাপতি ফড়িঙেরা কোনোদিন,
আজ মরা সোঁতার কাদায় লাল লাল পিঁপড়ের ভিড়
সকালের প্রথম আলোয়
পুঁতে রাখা এঁদোগ্রাম

দেখে রাখে ভীরু আর অপলক কিছু চোখ
গঞ্জের ফিকিরি ফেরেব্বাজের
মৃত ঠোঁটে মাছি আর বাসি রক্ত
উড়ে যায় খেজুরি পেরিয়ে
টিভি ক্যামেরায়
দৈনিকের অচেনা রিপোর্টে ...

অন্ধকারেই জ্বলছে আলো চিতায় দিয়ে ঘি
মুখোশ মুখে মাইম নৃত্য জল্‌কে নেমেছি
গাছের গায়ে নখের আঁচড় রক্ত ঝড়ে না
স্বপ্নগুলি দিনবদলের কিভাবে হারিয়ে যায়
কিভাবে হারিয়ে যায় কিভাবে হারিয়ে যায়

ডিঙ্গা ভাসাও

ব্যারিকেড ব্যারিকেড গড়ে তোলো কমরেড
গড়ে তোলো দুর্ভেদ্য জমিন
কেটে দেওয়া সড়কের সন্ত্রস্ত প্রহরা
এ কোন্ বসন্তে
অশ্রুর ধারাপাতে
তবু সন্ত্রাসপ্রবণ ।

না,এভাবে হয় না কোনো কিছু ।
অশান্ত মন সংযত করো
স্থির হও নির্দিষ্ট প্রজ্ঞায় ।
ধীরে ধীরে সহ্য করে নাও সমস্তই,
যতো শ্লোগান আর মৃতের আর্তনাদ
তোমার স্বপ্নে এমনকী দুঃস্বপ্নেও
তাড়া করে ফিরবে না আর

কতো মজা ধনেখালি কতো মজা সাহারানপুর
আলুপোস্ত গরম ভাত বাঙাল-ঘটি ঘটি ও বাঙাল
মানচিত্র খুঁটে খুঁটে সারে জাঁহাসে দূর
বিষহরা ওলাইচন্ডী মহরমের রক্তাক্ত লাল
আমাদের সদ্যোজাত সন্তান কী পেরিয়ে যাবে এইটুকু জাতের বলয়
জাত মানে ক্যাপিটেশন ফি জাত মানে জাতি উপজাতি
জাত মানে গণতন্ত্র ভোটবাক্স হারজিৎ কুর্সি হারানোর ভয়

স্বাধীনতার ষাট বছরেও জাত মানে রাষ্ট্র ও বিরোধীর মিলিত সম্মতি

কেন চেয়ে আছো গো মা

না,এভাবে হয় না কোনো কিছু ;
পোড়া-বসত বুলেটবিদ্ধ দেওয়াল থেকে
মার্চপাস্ট করে ফেরে আহত স্বপ্নেরা ...

তুমি ভাঙাঘরের মেঝেতে বসে
নিখোঁজ একমাত্র সন্তানের মুখ
মনে করতে চাইছিলে আর
তোমার চোখের জলে বারবার
ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিলো তার স্মৃতি

এই মাঠে জমিভরা ধান আর কাস্তে হাতে জমির সম্রাট
চেয়ে চেয়ে দেখেছিলো শরতের সোনারোদ
ভারি কালো মেঘের আকাশ
তোমাদের নদীজলে ঢেউয়ে রোদে ভেসেছিলো আলে ঘেরা মাঠ
অথচ বসন্তে আজ চ্যানেলে চ্যানেলে কাঁদে জল মাটি ঘাস

সঙ্গে থাকুন

কতো দল কতো মত কতো রঙচঙ
বড়ো মঞ্চ ছোটো হয় চোখের পলকে
সর্বমতে শান্তি হবে ওম্ শান্তি ওম্
বারুদগন্ধ কোনো নেই আর টুকরো সড়কে

ইতিপূর্বে যা বর্ণন করিনু মা অপটু-কলমে
এতো ভঙ্গ বঙ্গদেশের শস্যশ্যামলিমে,
যা কিছু মালিন্য রচেছিলো বিভেদকামীরা
সুইচ্অফের আগে দেখে রাখো মেয়েরা স্বামীরা
বিজ্ঞাপন বিরতির অবসরে যেটুকু আগুন
জ্বলেছিলো,নিভে গেছে,আমাদের সঙ্গে থাকুন ।।

পালাগান

এই ঘরে বসে আছি আমরা।
জানালার বাইরে রোদ,পুষ্পিত চাঁপাগাছ,
আর সমস্বরে ভোট দিন ভোট দিন...
বালকেরা ছুটে যাচ্ছে মিছিলের দিকে

গাছে গাছে ঝুলন্ত জাদুলণ্ঠন ম্যাজিকফেস্টুন
কল্পতরু গণতন্ত্র কল্পতরু ইচ্ছেগাছ
এই ঘরে বসে বসে সবই দেখা যায়
দূরে টিভিতে বকবকম বকবকম
দেখা যায় কেন্দ্রীয় কনভয় অবজার্ভার
আর হরেক কিসিমের শব্দ

অনশনমঞ্চ লোকপাল বিল আন্না হাজারে
মুক্তির দাবীতে জাফর পানাহি ডাক্তার বিনায়ক সেন...
এইসব শব্দেরা উঠে আসেন খাবারটেবিলে
আমাদের রোম্যান্টিক লালন ফকির
নতুন গান বাঁধতে বলেছেন গগন বাউলকে
আর আমরা একটু পরেই শুনতে যাবো
সেই রাতজাগা পালা
ভোর হলেও যার রেশ রয়ে যাবে মনে

ছাতামাথা

একটা লোক হাঁটছে সিনেমাহলের দিকে
একটা ছেলে মোবাইলে মেসেজ পাকাচ্ছে
একটা মেয়ে ঐ মেসেজটার জন্য অপেক্ষা করছে
একটা বাচ্চা কিছুতেই কমপ্ল্যানবয় হতে চাচ্ছে না
একটা বউ পার্লারে গিয়ে হাত পা আর বগলের লোম তুলে ফেলছে
একটা বুড়ো রাতজেগে এফটিভি দেখছে
একটা ট্র্যাফিকপুলিশ মাথার হেলমেটে লেগে-থাকা
পাখির গু ধুয়ে নিচ্ছে কর্পোরেশনের কলের জলে
একটা মাতাল বারবার টাকা জোগাড় করেই ছুটছে মদের দোকানে
এ সব লক্ষ্য করছে একটা পাগল
এ সব খেয়াল রাখছেন নতুন আইল্যান্ডে বন্দী আবক্ষ গান্ধীমূর্তি
এ সবই খাতায় টুকে নিচ্ছে আর্টকলেজে সদ্যভর্তি তরুণ-তরুণীরা
অ্যালুমিনিয়ামের চোঙ থেকে ভেসে আসছে স্বাধীনতা দিবসের গান
আজ রক্তদান শিবির।স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন ৮২ জন।

বন্দী

এমনই বিকেল ; তোর খালি-পা,উদ্‌ভ্রান্ত চোখ,
দিশাহারা মুখে কতোদিনের না-কামানো দাড়ি--
প্রমোদ-উদ্যানের ধার ঘেঁষে তোর শ্লথ চলে যাওয়া :
তোর হাত শক্ত ক'রে ধরে আছে রাষ্ট্রীয় খাকি উর্দি ।

ওরা তোকে ঠেলে ঠেলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে,
পিছু পিছু তোর বন্ধু : ফেলে আসা স্মৃতির মিছিল ...

তোকে তো খুঁজিনি কখনো তবু
অন্ধকার আকাশে দেখে ফেলি কার মুখ !
নগরে শহরে গঞ্জের হাটে ঘুরে ফেরে তোদের সমাজতত্ত্ব ,
বিকেলে কী পার্ক-ফেরা সুইমিং পুল-ফেরা
ক্রিকেটমাঠ থেকে ফেরা আগামীর ছেলেমেয়ে
তোর চোখে কোনো দিশা খুঁজে পেল !
তুই কী চললি একা দড়িবন্দী খালি-পা
ধাক্কা খেতে খেতে পদাতিক
ডিঙ্গা ভাসাতে,
সাগরে,সাথীরে?

তেলের শিশি

নেভানো আলোর ঘর
বাইরে বাহারি রোশনাই
ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ
গড়িয়ে নামছে জল বেসিনের কলে

কিছু উন্নাসিক প্রজাপতি মথ আর ফড়িঙেরা
বৃত্তাকারে ঘুরে-ফিরে চলে এলো এই ঘরে একদিন
সকাল থেকে আড্ডা একটার পর একটা গান
ধানক্ষেতের সবুজ থেকে উঠে আসা ছাত্র-দলাদলি
বাতাসে ছড়িয়ে থাকা বারুদের ধোঁয়া
টিভিস্ক্রিনে তর্ক আর তর্ক
জলাঞ্জলি দিয়ে দ্যায় ছাত্রদিন
আর তোমরা, বুড়োরা, সেই কবে থেকেই তেলের শিশি
ভাঙলো বলে খুকুর দিকে বন্দুক বাগিয়ে
গুলি চালিয়ে যাও

মাদারি

এ-এ-এ-এই,লাগ ভেলকি লাগ--
ছিলো বিড়াল তা আবার রুমালও হলো
সাদা ফটফটে,আঁচড় না-কাটা নতুন বৌয়ের মতো;
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পারফিউম আর ছাপার কালির গন্ধ--
ফুঁ দাও জোরে,হু-উ-শ,বাচ্চালোগ তালি বাজাও
মাড়ভাঙা তাঁত ওড়ে সদ্যোস্নাত চুল কালো ঘন মেঘ

এই মেঘ,ওড়ো,ওড়ো নেস্টাম-সেরিল্যাক ওড়ো এডি অয়েল
অক্ষমের হাসি ওড়ো রবীন্দ্রগান ওড়ো পার্কের বেঞ্চ প্রজাপতি

লাগ ভেলকি লাগ,চাকা ঘোরো বনবন,ঘুরপাক
কেষ্টুবিষ্টু,ঘোরো চক্রবৃদ্ধি,চক্রপাক দিকচক্রবাল--
রেখাচিত্রের বিড়ালেরা ওড়ো রুমাল সাদা ফটফটে
কী ভীষণ বেমানান সেই মেয়ে আমাদের চোরা ঘূর্ণিপথে!
ওড়ো মেঘ,কালো ঘন মেঘ,সদ্যোস্নাত কালো দীর্ঘচুল
চাকা ঘোরো বনবন,দিকহারা নদীদের ব্যাকুল বিরহে

রাত ও আমি

কোনো কাজ করা বারণ , ক্ষমা কোরো
যদি পারো সেই ভালো থাকার কথাও
তুমি ছাড়া আর কাউকে বলবো না ;
পুরনো পোশাকের মতো
ফিরে চলে যাক দিন--ফিরে চলে যাক এই মাতাল সমীরণ
খেজুর আর তালগাছে ঘেরা এই অন্ধকার,চাঁদ,আলো
পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছি
পড়ে থাকা পলাশ,কৃষ্ণচূড়া ...

দমকা হাওয়ায় উড়ে যায় আঁচল
উড়ে যায় খোলামকুচির মতো দিন
অথচ নদীরাও কী ভীষণ নিভু নিভু...
এলোমেলো পান্ডুলিপি আর গীতবিতান
চলো,ফিরে যাই,রাত অনেক
জোনাকিরা মশারি বইয়ের তাক আর পিয়ানোর ওপর
কী ভয়ানক আকুতিপরায়ণ ...

আমি ও আমার অলসতা ঘুমিয়ে পড়ুক এখুনি

বাবিন ও মামমাম

তুমি দেখছো অথচ বুঝতে পারছো না

মাখাভাত অমলেট টেবিলে আঢাকা,তুমি বিরক্ত-- রেগে
যাচ্ছো তুমি-- আমি কান্নায় শোরগোলে অনিচ্ছায়--
কিচ্ছুটি মুখে তুলছি না-- সাদা পৃষ্ঠায় আমার
আঁকা শার্দূলবাহিনি ক্রমশ জীবন্ত কিন্তু ...
বাঘের গায়ে ডোরাকাটা হয়নি এখনও
মোমরঙে ভরে দেবো খোপ খোপ জন্তুশরীর

তুমি দেখছো অথচ বুঝতে পারছো না

স্কুলড্রেসে আয়রন হয়েছে কি না-- ঠিকঠাক জুতোপালিশ--
রুটিন দেখে ব্যাগগুছোনো-- টিফিনের কৌটো-- ওয়াটারবটল--
আমি চাইছি তোমাকে চাইছি সারাটাদিন তোমার সঙ্গে
কাটাতে-- তুমি ছুটছো-- খুন্তিকড়াইচিমনিইউনিটটেস্ট--
আমি চিৎকার করে কাঁদছি-- গাল বেয়ে জল--
বাড়ি ফিরে দাদুদিদুবাবা-- তোমাকে পাচ্ছিনা--
টিফিনকৌটোয় না-খাওয়া কেক,আপেলের টুকরো

তুমি দেখছো অথচ বুঝতে পারছো না

মামমাম,স্কুলে যেও না কাল-- বাবিনও যাবেনা--
আমার কাছেই থেকো সারাদিন,সারাটাদিন

শান্তিকল্যাণ

চিৎকার করেও বোঝাতে পারছিনা
তোমাদের খারাপ কীভাবে চাইবো
কিন্তু দোষটাও স্বীকার করে নিতে দাও
ও তো আমারই অচ্ছেদ্য হয়ে বেড়ে উঠছিলো
বেড়ে উঠছিলো জোড়কলম গাছের মতোই
হাওয়ায় ভর ক'রে

তবু তর্কে তর্কে বেডরুম ডাইনিং সমস্ত বাড়ি
বিরক্তিতে কানের দু'পাশ ফুলে উঠছে
ঝিনঝিন করছে শরীর
কতো আর কটুকথা বলাবে আমাকে
রাগ ভর করছে চেঁচিয়ে জানাচ্ছি বিরক্তি
বুঝতে পারছো কি না জানিনা
হা হা করছে মাথার ভেতর
পালিয়ে যাচ্ছি চিৎকার করতে করতে
শিশুটিও পেছন পেছন
দু'কানে আঙুল
তবুও তোমরা মেনে নিচ্ছোনা আমাকে
মেনে নিচ্ছোনা দিগ্বিদিক
ছেঁড়া গিটারের তারেই হয়তো সত্য হয়ে আছে
আকাঙ্ক্ষিত শান্তিকল্যাণ

আশ্রয়

যেভাবে বৃষ্টি এলো তোড়ে
ঘাড়ে-ঘাড় লাগিয়ে এই শেডের নিচে
রাস্তায় উপচে পড়ছে জল
থেমে আছে জলে আধডোবা গাড়ি,রিক্সো
কবিতা ভাবতে ভাবতে মনে মনে
গড়িয়ে গেল একটা দিন
গায়ে গায়ে ঘামবসা পারফিউমের গন্ধ
নট নড়ন নট চড়ন
মেয়েটির গরম শ্বাস এসে পড়ছে গায়ে
ওদিকের মোটা লোকটা একটু নড়তেই
কাত হয়ে সরে গেলো শেডের নিচের ভিড়
অঝোর বৃষ্টি
ফোটানো ছাতার জলে ভিজে যাচ্ছে মুখ আর চোখ
কবিতা ভাবতে ভাবতে মনে মনে
গড়িয়ে গেল আরো একটা দিন

প্রত্নপথ

তোমাকে বলা হলো নীরব দুঃখ
বলা হলো নৈর্ঋত
বলা হলো গুপ্ত বৃন্দাবন রামকেলি
আদিগন্ত আমবন আর
বারোদুয়ারি কদমখন্ডী দাখিল দরোয়াজা--

তুমি টমটমে ছুটে যাচ্ছো বাতিল রাজধানীর প্রত্নপথ ধরে

তোমাকে বলা হলো মনখারাপ
বলা হলো রহস্যের গল্প
শিশুকাল থেকে একটা গল্পই
যেভাবে স্বপ্নতাড়িত সেভাবেই উচ্ছল

অ্যাশশ্যাওড়া আর বাবলার ঘনঝোপ
পেরিয়ে চারকোল হাতে ছুটে যাচ্ছো ধ্বস্ত-ভিনসেন্ট
দ্রুত স্কেচে নড়বড়ে ফিরোজমিনার আর
বোষ্টুমীর গ্রাম
জেগে ওঠে খাতায়
যেভাবে জাগে রাত যেভাবে জাগে
পড়ে থাকা আমের ছড়ানো আঁটি
রাতজাগা মেলায় গরু ও মানুষ
জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি...

ফোনে,আচম্বিতে

তোমার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায় ফোনে,আচম্বিতে

আড়াআড়ি উঠে গ্যাছে দেয়াল অথচ স্বচ্ছ ফড়িঙেরা
বিনবিন ওড়ে না কতোদিন এই আবোলতাবোলে
তীব্র হয়ে ওঠে দিন...অসহ্য গমন আরো নিরীহ হয়ে যায়
মায়াবিরাত্রির টলোমলো অন্ধকারে...

বুড়ো-র‍্যাবো স্টিয়ারিঙ আঁকড়ে ধরে আছে এতোদিন
আঁকড়ে বসে আছে হৃদযন্ত্র নির্বিকার দাড়িওলা মন্দিরের সেবাইত
ঘাটে থমকে আছে মথুরবাবুর সাজানো-বজরা
কুলুকুলু বয়ে যায় জল গঙ্গার আদিমক্যানেলে
একটি-দুটি কাগজের নৌকো ভেসে যায়
দিকচক্রবালে...সবুজটিলার চেনা অশনিসংকেতে
এই ঘরের থেকে

সন্তর্পণে পা ফ্যালো...দূরে বৃষ্টি...যশোর রোড
স্বগতবিষাদ এলো খামে ভরে নিরন্ন এই গ্রামদেশে
মুগ্ধ চাতকের মতো আলপথে ধুলোপায়ে হেঁটেছিলে গান
পাতার মর্মর থেকে আকন্দ-ঝোপের
ব্যস্তসমস্ত সব অপরাধ ম্লান হয়ে গ্যালো
আত্মার অনির্ণেয় যোজনার অন্তহীন নিষেধে সেই চৈত্রে

তোমার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায় ফোনে,আচম্বিতে

সেগুলি গোপন-খাতায় লিপির ভাষায় আঁকা
কিছুটা গুহাচিত্র বাকি সব হায়ারোগ্লিফিক্স
আড়াআড়ি উঠে যাওয়া দেয়াল টপকে
নগ্নপায়ে শীতার্ত-স্পায়ের ভেতর... সাদাকালো অন্ধকার
আর রক্তাক্ত মেঝে থেকে উপত্যকার পাইনজঙ্গল থেকে
আরো একবার অচেনা-নটীর দিকে চলে যাওয়া ধূসর-ফিটন
খুলে দ্যাখে মায়াবিবোতল... গানেগানে রাত বাড়ে... টলোমলো
কবিতার খাতা সেইরাতে আর

তোমার কণ্ঠস্বর কেঁপে যায় ফোনে,আচম্বিতে

যা তুমি লিখতে চাওনি চিঠির আকারে

এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে !
যেন বুড়ো আবদুল মাঝি বা কচ্ছপের ডিম
যেন রুদ্রপলাশ ড্রসেডা কুর্চি কলমির রঙ
যেভাবে গঞ্জ থেকে হাট থেকে নগরীর তলপেট থেকে
লিখিত বাংলাকবিতা , সেইসব
যা তুমি লিখতে চাওনি--
বিষাক্ত টমেটো বা ফুলকপির মতোই মহাজাগতিক আভা নিয়ে
এতোদিনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার বাসনায়
সেইসব এই লেখার মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে !

তুমি আর আবদুল চাষাদের পানীয় নিয়ে পদ্মার তীরে।
বেলা গড়িয়ে যায়
গড়িয়ে যায় রোদ
দূরে আকাশে দু'একটা শঙ্খচিল
বোটের ভেতর বাসমতীর সুঘ্রাণ আর
সর্ষে-ইলিশের ঝাঁঝালো গন্ধ
কখনো বড়ো বড়ো জলভরা-মেঘ এসে ঢেকে দেয় রোদ
আঙুলের দশটি নখ ছিঁড়ে দিতে চায়
অভিজাত পর্দা

এই ব্যাপ্ত দুপুর জুড়ে ঝরে পড়ছে নৈঃশব্দ্য
আর প্রিয় নারীটির নারীলোকটির
হৃদয় ঠোঁট বা নাভির
তলদেশের ক্ষত ভুলে একতারা বাজিয়ে গান গাইছে
তোমার ভাসমান হৃদয়...যে গান তুমি লিখতে চাওনি--
এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে !

বুড়ো আবদুল ঘুমোলে অল্প হাঁ হয়ে থাকে মুখ
দু'একটা মাছি মুখের ওপর ভনভন,আবদুল
মাছিদের চোখের দিকে তাকায় না ; তন্দ্রার ভেতর সে
তলিয়ে যায় ধীরে
আর তুমি অসম্ভব ছায়ায় ম্যাকবেথের পুরনো পৃষ্ঠাগুলো

আঁকড়ে বসে থাকো আশ্চর্য প্রৌঢ় তরুণ

এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে ! শিলাইদহের ঐ গা-ছমছমে পুকুরপাড়
ভেজা কাপড়ে সলসলে আলিঙ্গণ
নদীর মতো হালকা সারল্যে তোমার সমস্ত প্রতিভা
গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছে...খুলে পড়ছে তোমার বাহারি শিফন
ছিঁড়ে যাচ্ছে অলঙ্কৃত মেরজাইয়ের উষ্ণ হলকা
বাংলাকবিতা এই অসম্ভব বেতের প্রহার থেকে
চারদিকের পরিত্রাণ থেকে
নিঃসাড়ে গড়িয়ে যাবে দেড়শো বছর
আর তুমি দগ্ধ শিরায় উপশিরায়
রক্তাক্ত শিলাইদহে আঁকড়ে ধরবে পুরনো ম্যাকবেথ
বেঠোফেন বাখ অথবা গগন-লালনের গান

এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে ! তবু কিছু আলো আর ফড়িঙের ওড়াউড়ি
নিভে যাওয়া মন জুড়ে অনাম্নী ফুলেদের
তীব্র আকর্ষণ করাল বিদ্যুতের মতো প্রেতভাষায়
ক্রমশ নির্ভার করে তোলে চতুর্দিক
কাবার্ডে রাখা বেনারসীর জরি ছিঁড়ে ফালাফালা
আর এই এতো রাতে ফিটনে চড়ে চারণ বেরিয়েছো পথে
তোমার জামার লেসে ছড়িয়ে পড়ছে
রাতজাগা বেলফুলের বাসি পাঁপড়ি
ছড়িয়ে পড়ছে আতর
ছড়িয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মসময়
ছড়িয়ে যাচ্ছে কুঠিবাড়ি
ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রেতিনীর গান
ছড়িয়ে যাচ্ছে মহাজাগতিক আলোর বিচ্ছুরণ
শিলাইদহ থেকে শিলংপাহাড়ে

এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে !অসম্ভবের দিনলিপি জুড়ে
রোগাক্রান্ত নারীমন যে উপেক্ষার হাসি দিয়ে
ভরে রেখেছিলো মধ্যাহ্ন আকাশ
সামনে তার উপায়হীন শিকল

তুমি তার নিভে-আসা আগুনের সন্ধান
পেয়ে ছুটে চলেছো নির্বিকার
গাছেরা দৌড়চ্ছে উর্ধ্বমুখ
আর সেই অসম্ভব দ্যুতি ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত
কোপাই খোয়াই দামোদর রূপনারায়ণ থেকে টেমসের দিকে

এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে !চাষার কাদামাখা পা অথবা
হৃদয়ের অনির্বাণ অমোঘ উত্তরীয়
নিজের স্রোতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক
অতিমানবদের সেইসব গল্প লিখিয়ে নিচ্ছিলো
তোমার কলমে...তুমি ম্যাজিক জানোনা
জানোনা তাজমহল
জানোনা ফুলের প্রতিবাদ
চিরশূন্যে কোথাও উড়ে গেলে সেই জীবন ও তার রূপক
আকাশে বদলে যেতে থাকে রঙ
বদলে যেতে থাকে কবিতার সংকেত
বদলে যেতে থাকে পাখির গর্জন
চিরায়ত শোকের আধার
চূর্ণ-বিচূর্ণ শিল্পের জন্য শেষাবধি
অনেক নদীর ঢেউ হয়ে
আক্রোশের জ্যোৎস্না হয়ে
পিয়ানোর কল্লোলিত রিড হয়ে
ছুঁয়ে থাকে চোখের পাতায়
আর তুমি ঘুম ভেঙে জানিলে
এ জগৎ স্বপ্ন নয়...

এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে !যেন বুড়ো আবদুল মাঝি বা কচ্ছপের ডিম
যেন রুদ্রপলাশ ড্রসেডা কুর্চি কলমির রঙ
যেন বিষাক্ত টমেটো বা ফুলকপির মতোই মহাজাগতিক আভা
যেন রক্তাক্ত শিলাইদহ যেন পুরনো ম্যাকবেথ
যেন বেঠোফেন বাখ যেন গগন-লালনের গান
যেন ফিটনে চড়ে চারণ বেরিয়েছো পথে
যেন অনেক নদীর ঢেউ হয়ে
আক্রোশের জ্যোৎস্না হয়ে

পিয়ানোর কল্লোলিত রিড হয়ে
ছুঁয়ে যাচ্ছো চোখের পাতায়
যেন ছড়িয়ে পড়ছে আতর
ছড়িয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মসময়...ছড়িয়ে যাচ্ছে কুঠিবাড়ি
ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রেতিনীর গান...ছড়িয়ে যাচ্ছে
মহাজাগতিক আলোর বিচ্ছুরণ শিলাইদহ থেকে শিলংপাহাড়ে
আর গঞ্জ থেকে হাট থেকে নগরীর তলপেট থেকে
লিখিত বাংলাকবিতা , যা তুমি লিখতে চাওনি--
এই অসম্ভব বেতের প্রহার থেকে
চারদিকের পরিত্রাণ থেকে
বিষাক্ত টমেটো বা ফুলকপির মতোই মহাজাগতিক আভা নিয়ে
এতোদিনে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবার বাসনায়
এই লেখার মধ্যে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে !
এ সেই লেখা যা তুমি লিখতে চাওনি
চিঠির আকারে !

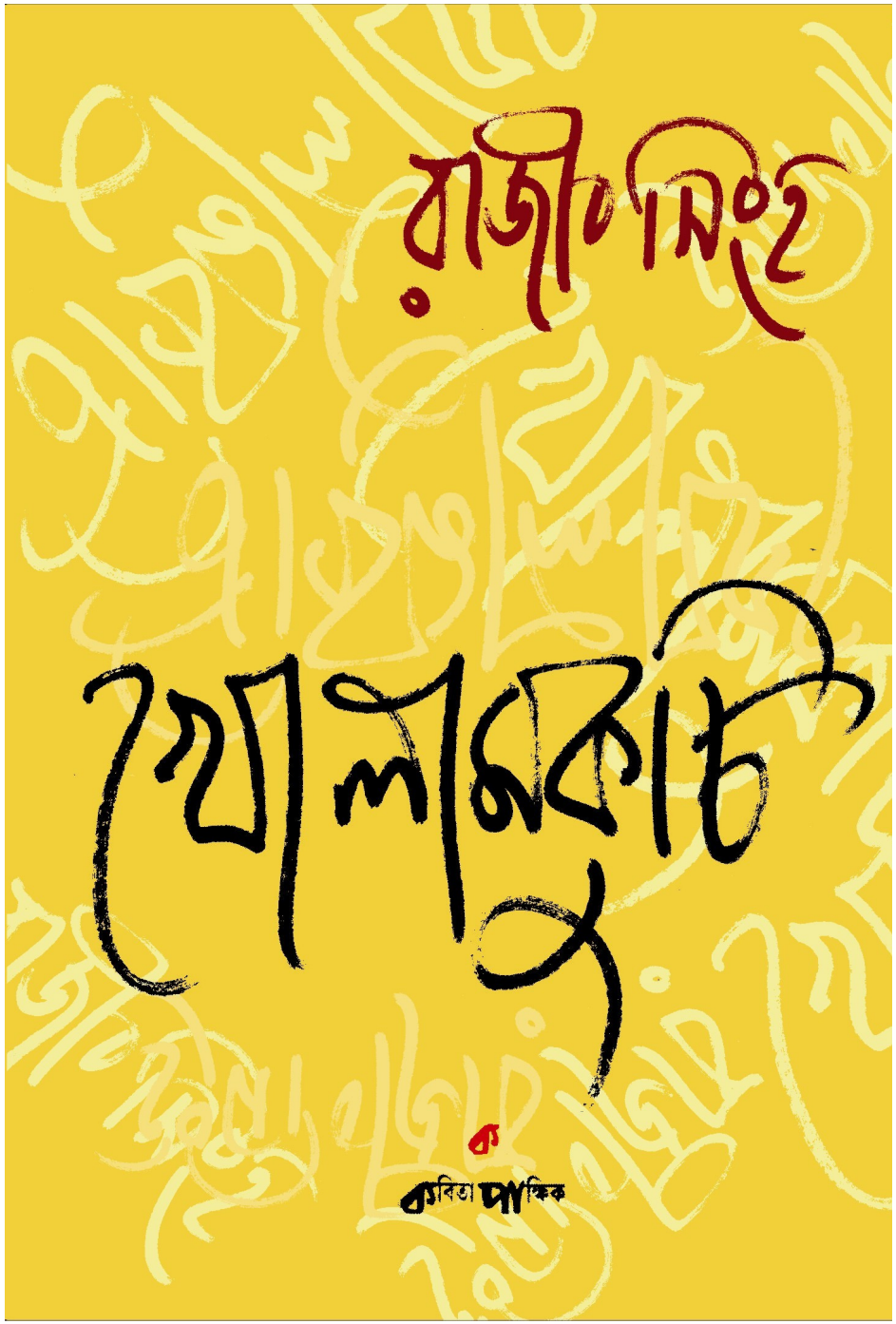
রাজীব সিংহ
খোলামকুচি
ক
কবিতা পাক্ষিক